গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০১.০৩৪.০০.০০.০৬৭.২০১৫-১০১২

তারিখঃ ২৬ জুলাই, ২০১৮
১১ শ্রাবণ, ১৪২৫

বিষয়ঃ রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সম্পর্কিত।

সূত্রঃ ৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৭-২৭১, তারিখ:২৪/০৭/২০১৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সম্পর্কিত পরিপত্র এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। প্রেরিত পরিপত্র অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২৬/৭/২০১৮

(গোপাল চন্দ্র দাস)
উপ সচিব (প্রশা-১)
ফোন: ৯৫৭১৮০১

অনুলিপি- কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

অতি জরুরি
নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক অধিশাখা-৬

পরিপত্র

স্মারক নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৭-২৭১ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮

আগামী ৩০জুলাই, ২০১৮ তারিখে রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, এবং ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি সদস্য নিম্নরূপে মোতায়েন করা হবে ঃ

সাধারণ ভোটকেন্দ্র	গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র
(১) পুলিশ-৭ জন (অস্ত্রসহ)[১ জন এসআই, ১ জন এএসআই/এনসিও ও ৫ জন কনস্টেবল]	(১) পুলিশ-৭ জন (অস্ত্রসহ)[১ জন এসআই, ১ জন এএসআই ও ৫ জন কনস্টেবল]
(২) ব্যাটালিয়ন আনসার-১ জন (অস্ত্রসহ)	(২) ব্যাটালিয়ন আনসার-৩ জন (অস্ত্রসহ)
(৩) অঙ্গীভূত আনসার-১×পিসি (অস্ত্রসহ)	(৩) অঙ্গীভূত আনসার-১×পিসি (অস্ত্রসহ)
(৪) অঙ্গীভূত আনসার-১×এপিসি (অস্ত্রসহ)	(৪) অঙ্গীভূত আনসার-১×এপিসি (অস্ত্রসহ)
(৫) অঙ্গীভূত আনসার/ভিডিপি সদস্য-১২×জন (লাঠিসহ) [মহিলা-৫, পুরুষ-৭]	(৫) অঙ্গীভূত আনসার/ভিডিপি সদস্য-১২×জন (লাঠিসহ) [মহিলা-৫, পুরুষ-৭]
মোট=২২ জন	মোট=২৪ জন

(ক) যতদূর সম্ভব মহিলা ভোটকেন্দ্রে ও ভোটকক্ষে অঙ্গীভূত মহিলা আনসার এবং পুরুষ ভোটকেন্দ্রে ও ভোটকক্ষে অঙ্গীভূত পুরুষ আনসার নিয়োগ করতে হবে;

(খ) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ০২ দিন ও পরে ০১ দিন মোট ০৪ দিনের জন্য নিয়োজিত থাকবে। তবে ভোটকেন্দ্রে অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি ০৫ দিনের জন্য নিয়োজিত থাকবে।

৩। **মোবাইল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োগ ঃ** রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিম্নরূপভাবে পুলিশ, এপিবিএন, ব্যাটালিয়ন আনসার, র‍্যাব ও বিজিবি মোতায়েন করতে হবে ঃ

সিটি কর্পোরেশনের নাম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড সংখ্যা	সাধারণ ওয়ার্ড সংখ্যা	ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সমন্বয়ে		র‌্যাব (সাধারণ ওয়ার্ড প্রতি ১টি টিম হিসাবে)	বিজিবি (প্রতি ২ টি সাধারণ ওয়ার্ডে ১ প্লাটুন)
				মোবাইল ফোর্স (প্রতিটি সাধারণ ওয়ার্ডে ১টি)	স্ট্রাইকিং ফোর্স (প্রতি ০৩টি সাধারণ ওয়ার্ডে ১টি)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	১০	৩০	১৩৮	৩০	১০	৩০	১৫
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১০	৩০	১২৩	৩০	১০	৩০	১৫
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	০৯	২৭	১৩৪	২৭	১০	২৭	১৪

উল্লেখ্য যে, গড়ে নূন্যপক্ষে ৫ টি কেন্দ্রের জন্য মোবাইল ফোর্স মোতায়েন করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিস্থিতি বিবেচনায় আরও অধিক সংখ্যক ফোর্স মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগ সম্ভব না হলে মোবাইল টিম/স্ট্রাইকিং ফোর্সে সমসংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করতে হবে।

(ক) ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত উল্লিখিত ফোর্সের সংখ্যা ন্যূনতম হিসেবে গণ্য হবে। ভোট কেন্দ্রে গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার ফোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রে প্রস্তাবিত ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগ সম্ভব না হলে এর পরিবর্তে সমসংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করতে হবে। অতীত রেকর্ড ও বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভোট কেন্দ্রসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে ভাগ করে তদনুযায়ী পুলিশ এবং আনসার ও ভিডিপি সদস্য নিয়োগ করতে হবে;

(খ) মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ০২ দিন ও পরে ০১ দিন মোট ০৪ দিন **অর্থাৎ ২৮ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩১ জুলাই, ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে;

(গ) স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ভোটকেন্দ্রের বাহিরে র‌্যাব/পুলিশের টিম সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে;

(ঘ) স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার এর সাথে আলোচনা করে তাৎক্ষণিক মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্সের হ্রাস-বৃদ্ধির নির্দেশনা দিতে পারে।

(ঙ) ০৩/০৪ প্লাটুন বিজিবি রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে সংরক্ষিত রাখতে হবে;

(চ) ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন রাতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সাথে ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সকল সদস্য ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে;

(ছ) রিটার্নিং অফিসারের সার্বিক সমন্বয়ে ভোটকেন্দ্রে এবং নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

৪। **এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে তফসিল ঘোষণার দিন হতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত গড়ে ০৬টি ওয়ার্ডের জন্য ১জন, প্রতীক বরাদ্দের দিন হতে ভোটগ্রহণের দুইদিন পূর্ব পর্যন্ত গড়ে ০৩টি ওয়ার্ডের জন্য ০১জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ভোটগ্রহণের ০২দিন পূর্ব হতে ভোট গ্রহণের পরের ০২ দিন পর্যন্ত ওয়ার্ড প্রতি ০১জন করে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবে। এলক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের আদেশ জারি হয়েছেঃ-

সিটি কর্পোরেশন	তারিখ	দিন	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রের সংখ্যা	দায়িত্ব
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	১৪/০৬/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	২৪ দিন	১০ জন	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
	১০/০৭/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮	২৩ দিন	১০ জন	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা।
	২৮/০৭/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮	০৫ দিন	২০ জন	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১৪/০৬/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	২৪ দিন	১০ জন	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
	১০/০৭/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮	২৩ দিন	১০ জন	
	২৮/০৭/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮	০৫ দিন	২০ জন	
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	১৪/০৬/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	২৪ দিন	১০ জন	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
	১০/০৭/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮	২৩ দিন	১০ জন	
	২৮/০৭/২০১৮ ০১/০৮/২০১৮	০৫ দিন	২০ জন	আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

৫। **জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ** ঃ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৮৬ এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে বিধি- ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, বিধি-৭৭ এর উপ-বিধি (১) এবং বিধি-৭৮ এর অধীন নির্বাচনি অপরাধসমূহ সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা- ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বিচারার্থে আমলে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের ০৩টি সাধারণ ওয়ার্ডের জন্য ০১ জন করে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

সিটি কর্পোরেশনের নাম	তারিখ	দিন	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	২৯/০৭/২০১৮ হতে ০১/০৮/২০১৮	০৪ দিন	১০ জন
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	২৯/০৭/২০১৮ হতে ০১/০৮/২০১৮	০৪ দিন	১০ জন
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	২৯/০৭/২০১৮ হতে ০১/০৮/২০১৮	০৪ দিন	০৯ জন

৬। **নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ** ঃ রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগের দায়িত্বে থাকবেন রিটার্নিং অফিসার। তবে নির্বাচনি এলাকায় মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োগে সংশ্লিষ্ট উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। ভোটগ্রহণের অন্তত ০৩ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট সার্বিক নিরাপত্তা/ফোর্স মোতায়েন পরিকল্পনা প্রদান করবেন।

৭। **আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল** ঃ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে নির্বাচনের ২/৩ দিন পূর্ব হতে আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেল স্থাপন করতে হবে। এ সেলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। একই সাথে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও একটি আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করা হবে।

৮। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য অর্থ বরাদ্দ ঃ** বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চাহিদার ভিত্তিতে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হবে। জননিরাপত্তা বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বাজেট প্রেরণ করতে হবে। ভোটগ্রহণের দিনের পূর্ব দিন পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ করা যাবে এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য ও অন্যান্যদের পারিশ্রমিক/সম্মানি বাবদ অর্থ অগ্রিম বরাদ্দের মাধ্যমে দেয়া হবে।

৯। **যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপঃ** রাজশাহী, বরিশাল, এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে ২৯ জুলাই/২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত্র ১২.০০ টা হতে ৩০ জুলাই/২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত্র ১২.০০ টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় ট্যাক্সি ক্যাব, মাইক্রোবাস, জিপ, পিকআপ, কার, বাস, ট্রাক, টেম্পো, বেবিট্যাক্সি/অটোরিক্স, ইজিবাইকসহ স্থানীয়ভাবে পরিচিত অন্যান্য সকল যন্ত্রচালিত যানবাহন যেমন, নসিমন, করিমন, ভটভটি, টমটম ইত্যাদি চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। সেই সাথে ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখ মধ্যরাত্র ১২.০০ টা হতে ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখ সকাল ০৬.০০ টা পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনানুসারে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন এলাকায় নৌযান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও আদেশ জারি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে আদেশ জারী করতে হবে।

১০। **ভোটকেন্দ্রে মালামাল পৌছানোঃ** ভোট গ্রহণের আগের দিন মালামাল বিতরণ কেন্দ্র হতে নিরাপত্তাসহকারে ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি পৌছানোর বিষয়ে নির্বাচনি এলাকায় নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঐসময় এবং ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের যাতায়াতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মহাসড়কে যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। **বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধকরণঃ** ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য উল্লিখিত সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যারা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাসিন্দা নয় বা ভোটার না তাদের ২৭ জুলাই/২০১৮ তারিখ রাত্র ১২.০০ ঘটিকার পূর্বেই উক্ত নির্বাচনি এলাকায় ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করতে হবে। উক্ত ২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখ হতে নির্বাচনি কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অন্য এলাকার প্রভাবশালীরা নির্বাচনি এলাকায় অবস্থান করলে বা নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করলে বা করার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২। **বৈধ অস্ত্র বহন নিষিদ্ধকরণ ঃ** নির্বাচনের ০৩ (তিন) দিন পূর্বে, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরের ০৩ (তিন) দিন অর্থাৎ মোট ০৭ (সাত) দিন নির্বাচনি এলাকায় যাতে বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্র বহন না করেন সেজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবেন। এক্ষেত্রে The Arms Act, 1878 যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৩। **নির্বাচনী প্রচারণার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৪ বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘন্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে রাত ১২.০০ ঘটিকা এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত ১২.০০ ঘটিকা হতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ সমন্বিতরূপে ২৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ ঘটিকা হতে ০১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা উহাতে যোগদান করতে পারবেন না। এ বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪। **সরকারি সুবিধাভোগী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনী প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ঃ** সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচনী আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২২ অনুসারে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ) এবং কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি নির্বাচনী প্রচারণা বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হলে তিনি কেবল তাঁর ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বিষয়ক বিধি-নিষেধ ঃ** ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ করে ভোটগণনার সময় যাতে ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকতে পারেন তার জন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১৬। **ভোটগ্রহণের দিন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ**

(ক) ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, সে জন্য নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমান ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহল দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁর পক্ষে ক্যাম্প স্থাপন করতে না দেয়া এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা শেষে আইনানুগভাবে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে দ্রুততার সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক ভোট গণনা বিবরণীসহ সকল দ্রব্যাদি রিটার্নি অফিসারের নিকট পৌছানো এবং ঐ সময় পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোন প্রকার অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সর্বদা সজাগ থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণকে কড়া নির্দেশ দিতে হবে;

(ঙ) আইন ও বিধি অনুসারে কতিপয় অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচার কার্য (Summary Trial) সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে ভ্রাম্যমাণ সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত (মোবাইল কোর্ট) গঠন করতে হবে;

(চ) ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে ধূমপান হতে বিরত রাখা এবং দিয়াশলাই, লাইটারসহ দাহ্য পদার্থ বহনে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে;

(ছ) ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক হিটার বা যে কোন ধরনের চূলা বা দাহ্য পদার্থ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে;

১৭। **অবগতি ও অনুসরনের জন্য ঃ**

(ক) **মনিটরিং সেল ঃ** আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবলোকনের জন্য নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব হতে মনিটরিং সেল খুলতে হবে। এই সেল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রাপ্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত রাখবেন;

(খ) **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম ঃ** রিটার্নি অফিসারের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন করতে হবে;

(গ) **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা ঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩০ অনুসারে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার যোগ্য ব্যক্তিদের একটি তালিকা ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্য স্থানে সকলের অবগতির জন্য টানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেয়ার নির্দেশ জারি করতে হবে;

(ঘ) **নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা ঃ** দেশী-বিদেশি পর্যবেক্ষক দলকে কমিশনের নীতিমালার আলোকে আইনানুগ সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১৮। **বিভিন্ন বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট কার্যাদি ঃ** সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের সার্বিক সমন্বয়ে বিভিন্ন বাহিনী নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেঃ

(১) বিজিবি/আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ঃ

(ক) বিজিবি/আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে;
(খ) রিটার্নিং অফিসার সহায়তা কামনা করলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে;
(গ) রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারের চাহিদা ব্যতিরেকে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে কিংবা ভোট গণনাকক্ষে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না;
(ঘ) নির্বাচনি এলাকায় অবৈধ প্রবেশ/নির্বাচনের জন্য হুমকিস্বরূপ কোন ব্যক্তি/বস্তুর যাতায়াত/চলাফেরা ইত্যাদি আইন অনুযায়ী রোধ করবে।

(২) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ঃ

(ক) র‍্যাব মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে;
(খ) নির্বাচনি এলাকায় সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে;
(গ) রিটার্নিং অফিসার সহায়তা কামনা করলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে;
(ঘ) র‍্যাব আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবে;
(ঙ) রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারের চাহিদা ব্যতিরেকে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে কিংবা ভোট গণনাকক্ষে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

(৩) পুলিশ ঃ

(ক) নির্বাচনি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর। ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই হবে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রধান কাজ;
(খ) নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জাম ও দলিল দস্তাবেজ আনা নেয়ার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(গ) নির্বাচন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(ঘ) নির্বাচন কার্যালয়সমূহ, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের নিরাপত্তা বিধান করা;
(ঙ) স্থানীয় জননিরাপত্তা, ভোটকেন্দ্রে ভোটারগণকে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড় করানোসহ স্থানীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা;
(চ) ভোটারগণের জন্য আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৪) আনসার ও ভিডিপি ঃ পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে।

১৯। **নির্বাচনী দ্রব্যাদি পরিবহন** ও বিতরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায়, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি দ্রব্যাদি সর্বোচ্চ নিরাপত্তার সাথে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০। **ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তার সাথে নির্বাচনি দ্রব্যাদি ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা প্রেরণ ও ভোটকেন্দ্র হতে ফলাফল নিরাপদে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ঃ** ভোটগ্রহণের পূর্বের দিন নির্বাচনি দ্রব্যাদিসহ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে ভোটকেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এবং ভোটগণনার পর ফলাফলসহ রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিসে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২১। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

(ক) ভোটকেন্দ্র স্থাপনে ভোটারদের সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা, ইতোমধ্যে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মহিলা ভোটারদের জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক মহিলা বুথ স্থাপন করা এবং যথাসম্ভব মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা;

(গ) দেশীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের সময় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাদের নির্দলীয় নিরপেক্ষ পরিচয় যাচাইপূর্বক অনুমতি প্রদান করতে হবে;

(ঘ) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না;

(ঙ) গুরুত্বসহকারে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় পুস্তিকা/প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদির কোন ঘাটতি থাকলে নির্বাচন কমিশন থেকে আগেই সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে;

(চ) পূর্বের ন্যায় নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষক নিয়োগ প্রদান করতে হবে;

(ছ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ সুপারের সহায়তায় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য যানবাহন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(জ) আইন ও নির্দেশনা অনুসারে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট নিয়োগদানে সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঝ) ভোট গণনার সময় যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত না থাকে অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এজেন্ট নিয়োজিত না করেন, উক্তরূপ অনুপস্থিতির রেকর্ড প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঞ) বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে এবং ফলাফল একীভূতকরণের সময় ফলাফল প্রচার ও প্রকাশ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট বা দলের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংগঠন, যেমন- স্থানীয় প্রেস ক্লাব ও বারের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে;

(ট) নির্বাচনি কাগজপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি যেমন-ব্যালট পেপার ডবল লকে আইনানুগ সময়ের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন;

(ঠ) অন্যান্য কর্মকর্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে রিটার্নিং অফিসারের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে;

(ড) ভোটগ্রহণ এবং ভোটগণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় দ্রুততম সময়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ভোটগণনা বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঢ) বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার জন্য ফলাফল একত্রিকরণ (Compilation) ও অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে দায়িত্বপালনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

(ণ) চলমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখার সুবিধার্থে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের যৌথ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

(ত) সার্কিট হাউস ও রেস্ট হাউজে অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আগমন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;

(থ) জঙ্গি তৎপরতা ও গুজব রটানো রোধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে;

(দ) সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মপদ্ধতি স্থির রাখতে হবে।

২২। এ পরিপত্রে কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহের উদ্রেক হলে, তা সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ করে পরিষ্কার ধারণা নেয়া যেতে পারে।

২৩। সরকার দৃঢ়ভাবে আশা করে যে, সংশ্লিষ্ট সকলের আইনানুগ ও যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ করা সম্ভব হবে।

স্বাক্ষরিত/-
২২/০৭/২০১৮
(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)
সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক সংখ্যা-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৫-২৭১ তারিখ ঃ ২৪ জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/আইন ও বিচার বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা।
৭। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট।
৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট ।
১০। রিটার্নিং অফিসার, রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮।
১১। পুলিশ সুপার, রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট ।
১২। সহকারী রিটার্নিং অফিসার, রাজশাহী,বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৪/৭/১৮
(মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা)
উপ-সচিব
টেলিফোন ঃ ৯৫৭৬৩৩৮
political6.mha@gmail.com